মানবিক সঙ্কট রোধে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান নাগরিক সমাজের

কক্সবাজার,১০ ডিসেম্বর ২০২৩: বিশ্বব্যাপী মানবিক সঙ্কট রোধে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজসহ সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা। কক্সবাজারের লাইট হাউস অ্যান্ড ফ্যামিলি রিট্রিট হোটেলের সম্মেলন কক্ষে ১০ ডিসেম্বর ২০২৩, বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত "সবার উপরে মানুষ সত্য" শীর্ষক সেমিনারে নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। তারা বলেন, আজ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙিঘত হচ্ছে, ফিলিস্তিনে নির্বিচারে নারী ও শিশু হত্যা করা হচ্ছে, রাষ্ট্র কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নিপীড়নের চিত্র কতটা ভয়াবহ তা আমরা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের দেখলেই বুঝতে পারি। তারা আরও বলেন, অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারা গুরুত্বপূর্ণ, নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব, নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে সহিংসতা হ্রাস করতে এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে।

কোস্ট ফাউন্ডেশনের জনাব জাহাঙ্গীর আলম এর সঞ্চালনায় সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব কায়সারুল হক জুয়েল, চেয়ারম্যান, কক্সবাজার সদর উপজেলা, কক্সবাজার। অন্যান্যের মধ্যে জনাব নুরুল ইসলাম, সিনিয়র সাংবাদিক ও লেখক, জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাত, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, মিসেস নীলিমা আক্তার চৌধুরী, চেয়ারম্যান, অগ্রযাত্রা, জনাব এইচ এম এরশাদ, জেলা সভাপতি, বাপা কক্সবাজার, জনাব সাকি আ. কাউসার, এপিপি অ্যাডভোকেট, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, প্রফেসর মকবুল আহমেদ, বিশিষ্ট লেখক, জনাব রুহুল কাদের বাবুল, সাধারণ সম্পাদক, কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমি, জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন শাকিল, জেলা প্রতিনিধি, এটিএন বাংলা, জনাব মাওলানা মোহাম্মদ জাফর আলম, সাধারণ সম্পাদক, উখিয়া ইমাম সমিতি, জনাব এইচ এম ফরিদুল আলম শাহীন, সিনিয়র সাংবাদিক, জনাব জসিম উদ্দিন সিদ্দিকী, এনজিও ওয়েট এন্ড সি এর প্রধান নির্বাহী, মোঃ আশরাফুল হক, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, মুক্তি কক্সবাজার, জনাব মোস্তফা কামাল আকন্দ, পরিচালক, কোস্ট ফাউন্ডেশন সহ আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন।

জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী বলেন, সর্বত্র অধিকারের কথা বলতে পারা গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু আমরা এমন এক বিশ্বে বাস করছি যেখানে কণ্ঠস্বর স্তব্ধ। প্রতিহিংসা কমিয়ে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

জনাব কায়সারুল হক জুয়েল বলেন, একজন মানুষ জন্ম থেকেই কিছু অধিকার পেয়ে থাকে আর তা হলো মানবাধিকার। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে ৩০টি অনুচ্ছেদ এবং আমাদের সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এসব অধিকার লঙিঘত হচ্ছে। জাতিসংঘের সংস্থাগুলো সারা বিশ্বে মানবাধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করে। মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। কেউ যেন মানবাধিকার লঙ্ঘন না করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

জনাব মকবুল আহমেদ বলেন, আমরা বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের দেখলেই মানবাধিকার লঙ্ঘন বুঝতে পারি, রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমারের নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা উচিত ছিল, কিন্তু আমরা দেখছি মিয়ানমার নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং মানবাধিকার বঞ্চিত করেছে। তার নাগরিকদের অধিকার চরমভাবে হরন করেছে। রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

জনাব নুরুল ইসলাম বলেন, আমরা এমন এক সময়ে মানবাধিকারের কথা বলছি যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার চরমভাবে লঙিঘত হচ্ছে, ফিলিস্তিনে নির্বিচারে শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা আজকের বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কাজ, যার জন্য একটি সম্মিলিত কণ্ঠস্বর প্রয়োজন।

নীলিমা আক্তার চৌধুরী বলেন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কোথাও মানবাধিকার চর্চা হচ্ছে না। কেন চর্চা হচ্ছে না তার কারন আমরা কেউই খুঁজে বের করার চেষ্টা করি না, মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা খুবই জরুরি, সেক্ষেত্রে আমাদের তরুণদের বিবেচনা করতে হবে।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন, যেখানেই মানবাধিকার লঙিঘত হয় সেখানে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে।